বিশ্বব্যাংক

তথ্য বিবরণী

মেয়েদের লেখাপড়ার সাফল্যগাঁথা অব্যাহত

নব্বই দশকের প্রথম দিকে মেয়েদের শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশ্বের নিম্ন পর্যায়ের দেশগুলোর কাতারেই ছিল বাংলাদেশের অবস্থান। বিগত দশকে পরিস্থিতি অনেকটা বদলে গেছে এবং মেয়ে শিক্ষার অগ্রগতির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ এখন নেতৃস্থানীয় ভূমিকায় রয়েছে। মাধ্যমিক পর্যায়ে মেয়েদের শিক্ষা সহায়তা প্রদানের জন্য ১৯৯৩ সালে সরকারের গৃহিত একটি বৃত্তিমূলক কর্মসূচী মূলতঃ এই পরিবর্তনের পেছনে ভূমিকা পালন করেছে।

দেশে নারী শিক্ষার এই অগ্রগতির ফলে দেশ অনেকভাবে উপকৃত হয়েছে। এই সুফল পরিমাপ করা যায় দেশে জন্ম হার ও কম বয়েসী মেয়েদের বিয়ের সংখ্যা হ্রাস পাওয়ার পরিসংখ্যন থেকে। শিক্ষাবৃত্তি হচ্ছে মেয়েদের স্কুলগামীতা বাড়ানোর জন্য অনেকগুলো উপায়ের মধ্যে মাত্র একটি। শিক্ষক প্রশিক্ষণ এবং সেনিটেশন বিষয়ে স্কুল ছাত্রছাত্রী মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির জন্যও এই শিক্ষাবৃত্তি কাজে লাগানো হচ্ছে। বিশ্বব্যাংক শুরু থেকেই এই প্রকল্পে অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে সহায়তা প্রদান করে যাচ্ছে এবং সুদমুক্ত ঋণের মাধ্যমে এই প্রকল্পের সিংহভাগ তহবিলের যোগান দিচ্ছে।

১৯৯৩ সালে বাংলাদেশ সরকার ১১৮ টি উপজেলায় 'ফিমেল সেকেন্ডারি স্কুল এসিসট্যান্স প্রজেক্ট (এফএসএসএপি)-র কাজ শুরু করে। তখন থেকেই এই শিক্ষাবৃত্তি কর্মসূচীতে বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশকে সহায়তা প্রদান শুরু করে। বর্তমানে বিশ্বব্যাংক ২০০২ সাল থেকে ১১৯ টি উপজেলায় বাস্তবায়নাধীন এফএসএসএপি কর্মসূচীর দ্বিতীয় প্রকল্পে সহায়তা প্রদান করে যাচ্ছে।

এফএসএসএপি- দ্বিতীয় প্রকল্পের লক্ষ্য হচ্ছে গ্রামীণ পর্যায়ে মাধ্যমিক স্কুলে লেখাপড়ার মান বৃদ্ধি ও মেয়েদের অংশগ্রহণ বাড়ানো সহ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম, তদারকি ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য যেসব পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় সেগুলোর উন্নয়ন সাধন।

এই কর্মসূচীর আওতায় প্রায় আট লক্ষ মেয়েকে শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। মাধ্যমিক স্কুলে বৃত্তিপ্রাপ্ত মেয়েদের পাশের হার ২০০১ সালের শতকরা ৩৯ ভাগের তুলনায় ২০০৬ সালে ৫৮ ভাগে বৃদ্ধি পেয়েছে। মাধ্যমিক শিক্ষার সাথে যারা জড়িত তাদের মধ্যে ১৯,০০০ জনের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে যাদের একটি বিরাট অংশ বিভিন্ন কমিউনিটি স্কুলের শিক্ষক। তাদেরকে শিক্ষার মানোন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ের ওপর প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। এজন্য গঠিত 'মোবাইল ট্রেনিং রিসোর্স টিম' (এমটিআরটি)-এর মতে এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর সাফল্য বেশ ইতিবাচক। এই কর্মসূচীর অধীনে ভৌগলিকভাবে দূর-দূরান্তে এবং অর্থনৈতিকভাবে অনগ্রসর এলাকার যেসব গরীব পরিবারের মেয়েরা মাধ্যমিক স্কুলের লেখাপড়া চালিয়ে যেতে পারে না তাদের সনাক্ত করতে 'ফ্যামিলি এট্রাক্টিভনেস প্রোগ্রাম' চালু করা হয়েছে।

অনগ্রসর ও অপেক্ষাকৃত গরীব শ্রেণীর জনগণ যাতে শিক্ষা প্রসারের এই নীরব বিপ্লব থেকে বাদ না পড়ে তা নিশ্চিত করার লক্ষ্য নিয়ে গৃহিত এই কর্মসূচীর মাধ্যমে সহায়তা পাওয়ার যোগ্য গরীব পরিবারের ছেলেরাও একইভাবে এই শিক্ষাবৃত্তি পেয়ে যাচ্ছে।

এপ্রিল ২০০৭